সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক (Ph.D, Litt.D, KNIGHT) 1959 সালে বাংলাদেশের পাবনায় একটি সাংস্কৃতিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৯ বছর বয়স থেকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে শিশুশিল্পী হিসাবে যুক্ত হন। তিনি একাধারে সাংস্কৃতিক সংগঠক, নাট্যকার, কবি, অনুবাদক, সাহিত্য সম্পাদক, আবৃত্তিকার, নাট্য পরিচালক এবং সংস্কৃতি-সম্পর্কিত একাডেমিক উপস্থাপক।

তিনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কারে ভুষিত।

Publication Link
https://archive.org/details/@sultanmuhammadrazzak

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

নিসর্গ পাঠ

নিসর্গ পাঠ

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

নিসর্গ পাঠ

নিসর্গ পাঠ
রচনাঃ সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
সববস্বত্বঃ ড.আফরোজা পারভীন
ই বুক প্রকাশনাঃ জুলাই ২০২৪
অলংকরণঃ ননজ
প্রচ্ছদঃ ইন্টারনেটের ছবি থেকে।
মোবাইলঃ ০১৭১১২২০০৬৬৭
প্রকাশনায়ঃ বাংলাদেশ ইবুক সেন্টার
Email: fchd.bd@gmail.com

By: Sultan Muhammad Razzak
Format & design: Self
E book publication : July 2024
All rights: Dr. Afroja Parvin
Cover and Page border: Design taken from
Internet with courtesy. Mobile: 01712200667
Published by: Bangladesh Ebbok Center
Email: fchd.bd@gmail.com

লেখক সম্মানী কেউ দিতে চাইলে
সৌজন্যমূল্য:৫০০ টাকা উপরোক্ত বিকাশে পাঠাবেন

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

সূচী:

নিসর্গ পাঠ

প্রারম্ভিক নিসর্গ পাঠ

আকাশ ভিজিয়ে যখন রোদ এলো
চাঁদ বলে
এবার ঘুমাও....
এখনো বসন্ত ফুল
নামেনি ঘাসের শিশির স্নানে...
নীল কালি ভরা আছে সোনার কলম
ছায়াপথে ফুটে আছে কথা...
মনেহয় মিশমিশে রাতে
জেগে আছে হয়তো কারো ব্যাকুল নয়ন...

বীজ

সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে
তুমি কি দেখতে পাও?
বিপুল পরিমাণ জল রাশি?
তুমি কি কখনো ভেবেছো,
জলের এক ফোঁটার সামান্য অংশ
হাজার সাগর সৃষ্টি করতে সক্ষম?
এবং তুমি হয়তো কান্নার অশ্রুকে অনুভব করো না
অথবা অনুভব করো না এক ফোঁটা ঘাম
যা বিশাল পর্বতমালাকে বরফ দিয়ে আচ্ছাদিত করতে পারে!
আর অন্ধকার,
যা সমগ্র মহাবিশ্বকে একাই ঢেকে দেয়।
এবং তুমি মহাকাশে তারা জ্বলতে দেখ
যা অন্ধকারের স্বপ্ন।
যারা একটি বীজের মত
অঙ্কুরিত হওয়ার সীমাহীন সম্ভাবনায় থাকে
বারংবার.....
আর তুমি দেখো আলোকিত শরীর
অনেক আবেগ আর অনুভূতি নিয়ে
এবং তুমি তোমার শরীরের প্রতিটি কোষ জানো
একটি বীজের মতো, তোমার মতো আরেকটি শরীর তৈরি করে
এবং এই মহাবিশ্বে অনুভব কর
সব সৃষ্টিই নতুন সৃষ্টির স্বপ্ন ধারণ করে।
অনুভব কর, হে আমার দেহ
তুমি একসাথে কত বীজ?
কত সৃষ্টি?
কত কত মহাবিশ্বের
স্বপ্নের বীজ নিয়ে...

অন্তর

তুমি শুধু আকাশ দেখ না,
দেখ মেঘদের
শূন্য যাদের লীলাক্ষেত্র-
এবং সাত রং খর-রোদ্রে
যা তুমি বিভাজিত করতে পারোনা
তা নিমেষেই বাষ্পীভূত মেঘে দৃশ্যমান-
যা রংধনু হয়ে তোমাকে বিমোহিত করে।
তুমি কি জানো
তুমিও ভাসমান
মাটি নামক এক স্থুলস্তর তোমার ভাবনাকে
ধরে রাখে
তুমি যেমন শিশুদের ভুলিয়ে রাখো
কত কথা বলে-
তুমি জানো না
তোমার কথাগুলো সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আসে
পাড়ি দিয়ে আসে পাহাড়, বন, মরু আর শস্যক্ষেত
মেঘেদের মত
এবং তুমি ভাবো
এই বুঝি তোমার অন্তর
এক কাল্পনিক নামের জৈবিক যন্ত্র
অথচ তুমিই বিস্তৃত
একই সাথে তোমার ভিতরে সব
অথবা সবার ভিতরে তুমি...

সুবোধ

আমিও তো আছি
ঝাঁকবাধা পাখিদের দলে
তোমাদের মত
তবে তোমরা কেন বল
এক পাখা কেটে সুবোধ হও
অথচ তোমাদের পাখা তোমরা কাটোনি
তবে আবিস্কার করেছো
দুই পাখা মানুষকে নিরন্তর উড়ার স্বাধীনতা দেয়
আর এক পাখা ঘূর্ণায়মান চক্র তৈরি করে
যা তোমরা চাও
আর তোমাদের সুবোধেরা
তোমার চারপাশে উড়ে বেড়ায়
যাদের আকাশ, চাঁদতারা আর মেঘ
দূরবর্তী মরিচিকা ছাড়া আর কিছু নয়
তারা হয়ে যায় পথভোলা পাখি
আর তোমরা দোষারোপ কর সবাইকে
সবাই যেন রোগাক্রান্ত
সংক্রমিত করে পৃথিবীকে
এবং তোমাদের অহমিকা আর চাতুরীর
নিদান পত্র লিখে যাও
'একপাখা কেটে সুবোধ হও পাখিরা'

যোগফল

তুমি কি জানো?
তুমি এক বিবিধ যোগফল
আর কিছু নয়!
যার শুরু শূণ্য থেকে কোন অনাদিকালে
যে হিসাব মেলাতে পারোনা কোন ভাবেই-
আর অদৃশ্যের হাতে সে হিসাব ছেড়ে দিয়ে
ভবিষ্যতের জাগতিক অংকে মন দাও
অথচ জল ও নিশ্বাসের বায়ু
কত যে পুরোন
তুমি ভেবে দেখ পাহাড বনাঞ্চলের কথা
ভেবে দেখ আকাশ
যা কল্পনায় ভেবেছে তোমার পূর্ব পুরুষেরা-
আদৌ কি তাই-
গত কত শত কোটি বছর তোমরা ছিলে উর্ধরেতা
আর এখন তো মানুষেরা
আসমান থেকে পৃথিবীকে দেখে-
যা বলেছি আগে যোগফল ছাড়া কিছু নেই-
এবং জীবনকে দেখ,
মনে কর তুমি তোমাকেই দেখ তুমি
বহুকাল ধরে
জন্মকাল অথবা পূর্ব থেকে
অথবা জন্মকাল মৃত্যু অবধি
অথবা মৃত্যু আরো পরে আরো পরে-
যোগফল
যোগফল জন্ম দেয় বিয়োগ
মিলে যায় আবার যোগফলে...

রাত্রি দ্বিপ্রহর

তখনও তুমি আমাকে প্রশ্ন কর,
আমি শুনি-
যদিও আমি সব উত্তর জানি,
কিন্তু তুমি সব উত্তর শোনার যোগ্য নও;
কারণ তোমার তোমার বোধে
এখনও সংযোজিত হয় নি অনেক কিছুই !
এবং তোমার পূর্বপুরুষদের দেখ,
যারা এক সময় আকাশের উল্কাপাত নিয়ে
হাজার রুপকথা রচনা করেছে,
আর চাঁদের তো কথাই নেই-
কত প্রেমিকার মুখ খুঁজে পেয়েছে কত কবি।
আমি রাত্রি দ্বিপ্রহরের কথা বলি,
যখন মহাবিশ্ব কলাবতী সুরের মধ্য দিয়ে বয়ে যায়-
আর নদীর জল এক রুপেলা মুদ্রায় নাচে-
আমি জানি কোনদিন দেখ নাই-
আর সে সুর এবং মুদ্রা তোমার পরিচিত নয়!
রাত নিয়ে তোমার কত কবিতা,
অথচ রাত কি তুমি জানো না-
তবে বলি এই নিশুতি রাত্রি দ্বিপ্রহরে-
মনে রেখ, রাত্রিও আলো এক রকম-
স্থুল আলো-
ঘন বয় তাই অন্ধকার বল-
এবং একবার চেয়ে দেখ তোমার শরীরের ভিতর,
দ্বিপ্রহর রাত্রি ছাড়া কি আছে সে সেথায়
আলোহীন এক
অপূর্ব আলো!
আর সুর-
মধ্য রাতের কলাবতী সুর!

তোরণ

এ পঙক্তি শুধু তাদের জন্য
আকাশ, মাটি, অরণ্য যাদের ভাবুক করে।
এবং যারা জীবনের স্থুল চিন্তাকে
উড়াতে পারে মেঘের মত।
এবং যাদের দুঃখের অশ্রু
অতসী কাঁচের দূরবীনের মত
দূরবর্তী ভবিষ্যৎ কে কাছে এনে দেখায়।
এবং তারা দেখে
সেলাইবিহীন ঝুলিতে মানুষ কত না কিছুই কুড়োয়!
তারা জানে না, যা তারা কুড়োয়-
তা পথেই পড়ে থাকে।
ভাবুকেরা জানে
তাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত, ভাবনা এবং কথা
সবই পথে পথে ফেলে যায়
অজানা আর শুন্যতার দিকে
যে শুন্যতা আর অজানাকে তারা মৃত্যু বলে।
অথচ সবই মাত্র দুইটি তোরণ দিয়ে সাজানো
জন্ম
মৃত্যু
এবং জন্মমৃত্যু
এবং
জন্ম
মৃত্যু....

অশ্রুত

আকাশ এবং সমুদ্র
শুধুই কি তোমার কবিতার জন্য?
তোমার ফেলে আসা দিনগুলির
নিরালায় মেঘ হয়ে থাকা
আর বিষাদি বৃষ্টি
অথবা ঝড় প্লাবনের স্মৃতির আঁধার?
তুমি কি ভাবো নাই যে
ভাসমান মেঘ সমুদ্র ধারণ করে উড়ে বেড়ায়
অথবা বল্যে পারো
ভাসমান মেঘগুলো সমুদ্রে ঘুমায়
এবং তার স্বপ্নের ভিতর বিচিত্র সব
ফুল ফল অরণ্য পাহাড় আর মরুভূমি -
এবং তোমরা
প্রেম, ভালোবাসা আর দুঃখের পাখি
গীতালি জীবনের মানুষেরা।
এবং ভাবো নাই তুমিও যেমন এক আয়না মানুষ
তোমার চারপাশে সবাই তো আয়না
যা দেখ দুই চোখে- জড় অথবা অজড়
এবং সবাই গান আর দুঃখের
গান গেয়ে বেঁচে থাকে
আর গান গেয়ে হাসে কাঁদে
শব্দে ও সুরে
কিছু তার শ্রবনে আসে
আর সব অশ্রুত থাকে
ভেসে আর ডোবে
মেঘ আর সমুদ্রের বুকে!
জানো না সে অশ্রুত ধ্বনি
কোন কিসে বাজায় জীবনের সুর।

শান্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা

আমি কোন প্রাগৈতিহাসিক গল্প বলছি না,
আমি বলছি না কবে মানুষ শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়িয়েছিল,
কোন সমুদ্রের পাড়ে,
অথবা কোন পর্বত শিখরে,
অথবা কোন গভীর অরণ্যে,
অথবা কোন অগ্নিগিরির পাদদেশে।
আমি বলছি আজকে এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে,
আমার ঘুড়ি উড়ানোর স্মৃতি থেকে,
উড়িয়েছি জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ দূর আকাশে,
আর আমার শিশুরা প্রতিদিন ড্রোন নিয়ে খেলা করে-
আর আমাদের অন্তর হয়ে গেছে এক বিবেকী টেলিস্কোপ!
আমি বলছি না কোন বর্ণবাদের কথা,
আমি বলছি না কোন ধর্মের কথা,
কোন ভাষার কথা,
ধনী দরিদ্রের কথা,
অথবা কোন জাতির কথা,
কোন দেশ মহাদেশের কথাও বলছি না,
আমি শুধু মানুষের কথা বলি!
মাটির পিদীম থেকে কত আলো জ্বলেছে চারদিক,
সে বাতির কত রঙ আর কত নাম,
তবে হোক এক রঙা বাতি এক,
নাম হোক শান্তির বাতি!
এই একবিংশ শতাব্দীতে আর কি চাই?
বল হে মানুষ...!

মাদার তেরেসা

মানুষ কখনো কখনো,
দেখে ফেলে ভবীষ্যত-
প্রথমে বলি নিকোলো ও দ্রানা বয়াজু
মাদার তেরেসার পিতামাতা,
জন্মের পরে বাবা তার নাম রাখলো
অ্যাগনিস গঞ্জা বোজাঝিউ
গঞ্জা শব্দের অর্থ গোলাপকুড়ি!
এ মেয়েটি বড় হতে হতে
আস্তে আস্তে দল মেলতে থাকে
যেমন একটি গোলাপকুড়ি
বিকশিত হয় ধীরে ধীরে
আর ছড়িয়ে পড়ে তার ঘ্রাণ
দিকে দিকে –
বাবা নিকোলোর কথাই সত্য হলো!
গোলাপ কুড়িই যেন বিকশিত হলো।
সে দয়ালু হৃদয়কে বিছিয়ে
দিল মায়ের মত
এবং শত শত সন্তানেরা
ভালোবাসার মা পেয়ে গেল-
দেখ, পৃথিবীর পরেও
কাউকে কাউকে মা হতে হয়
হাজার অনাথের মা-
মাদার টেরেসা রেখে গেছে পথ
আলো জ্বলে আছে পথে পথে
চল তবে ঐ পথে চলি
এখনো কত অনাথ মানুষ বিশ্বজুড়ে
শান্তি আর ভালোবাসার খোঁজে-

নেলসন মেন্ডেলা

কি ভাগ্য আমার,
জোজা'র সাথে দেখা হয়ে গেল বার্সেলোনায়,
তাঁর সাথে হাত মেলালাম,
এমন নরম কমল হাত আর পাইনি,
আরেক মানুষ ছাড়া
সে ছিল শেখ মুজিবর রহমান!
যে বাংলার অবিসংবাদী নেতা,
যার ডাকে একটি দেশ স্বাধীন হয়েছে।
আর এ বিশ্বের বর্ণকথা যদি বলি,
আমি হিমালয়ের চূড়া থেকে চিৎকার করে
বিশ্ববাসীকে বলবো- জোজা- জোজা- জোজা-
সে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী
নেলসন রোলিহ্লাহ্লা ম্যান্ডেলা!
বর্ণবাদের শেকড়ে বাকড়ে সারা বিশ্ব যখন শৃংখলিত,
সে মানুষ তাঁর দরদী হাত তুলে বিশ্বকে,
আমরাও মানুষ,
মেধা মননে শ্রমে ঘামে আমরাও,
এ বিশ্বে ফুটিয়েছি ফুল, জ্বেলেছি আলো!
আর সেই বর্ণবাদী মানবতা বিরোধীরা,
চিরকাল যারা মানুষের মাঝে আলো জ্বলে উঠলে,
নিভিয়ে দিয়েছে হাজার বছর ধরে,
তারা নিভে গেছে চিরতরে,
আর নেলসন ম্যান্ডেলার বাতি জ্বলে উঠেছে,
এ আলো ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে দেশে দেশে,
মানবতার নরম কোমল আলো,
আজ বিশ্বময়...!

বৈভব

তোমার অতীতের দিন রাত্রি
যেখানে লুকানো কত কথা
কত ছবি কত ছোঁয়া আর স্মৃতি
কত প্রেম আর অভিমান
কত আঁখিজল আর কত গান
কত রাত্রির বসন্ত বাগান!
সব কথা ধুয়ে গেছে কোন আঁধারে
কিছু কথা কিছু গান কিছু অভিমান
রয়ে গেছে প্রাণের ভিতর
এবং রয়ে গেছে প্রণের ভিতর
এবং রয়ে গেছে কিছু তার রূপোর কৌটায়
এবং রয়ে কিছু তার কিছু সোনার কৌটায়
দীর্ঘশ্বাস
দু:খ
অভিমান
বিষাদ
আঁখিজল
নিষ্ফলা ক্ষণ
দু: স্বপ্ন যত
ভুলে যাও কেন হে মানব
তারাও তোমার সোনালি বৈভব।

শিকড়

তুমি এক নিরেট বোকা চাষীর মত
শুধু ভেবে বসে আছো,
একটি বৃক্ষ মাটিতে শিকড় ছড়িয়ে
বেড়ে ওঠে অথবা বেঁচে থাকে।
তার লতায় অথবা শাখায়
সবুজ পাতা আর ফুলের বাহার,
সব যেন মাটির ভিতর বহু আগে থেকেই
আর পাতাদের দোলা যেন,
সব মাটির গভীরে কোন ঝর্ণার অনুরণন।
মেঘ আকাশ আর চাঁদ সূর্যের আলো,
আর রংহীন বাতাস অথবা ধূলোভরা ঝড়,
সব যেন নীরব প্রতিবেশী।
তবে তুমি তো হেঁটে বেড়াও মাটির উপর-
তুমিতো শ্বাস নাও বৃক্ষের পাতা ঝরা গান,
উড়ে বেড়াও রুপাসী আকাশে নিরালা রাতে-
নদীর মত নেয়ে ওঠো শ্রাবনের জলে।
পাহাড়ের চূড়া যখন ডেকেছিল কবে,
সেই ছিল প্রথম স্বপন-
আর সে বনের ভিতরে ধীরে যে নদী বয়,
তার জলে ভেসে যাওয়া পাতার নৌকোয় পিঁপড়ের দল
তোমাকে শেখায় পথ চলা !
আর এক অঞ্জলি নিঃশ্বাস,
যার বাড়ী নয় তোমার এ দেহ ,
তার প্রমোদ ভ্রমণ তোমার জীবন
আর তোমার দেহ বিকেলের রোদে

ঝলমল করে সোনার মত
কোষ ভরা পৃথিবী
যেন এক কবিতার একটি মাত্র পদ।
আর সব অদৃশ্য লেখা -
শিকড় বাকড় -
বল কোথায় নেই?

শুধু তুমি নেই সবার ভিতর
নিরেট একা চাষীর মত!

নিঃসঙ্গ খেলোয়াড়

শুধু আমি কেন?
তুমিও একজন ভন্ড।
একা
একেবারে শিশুর মতো
একা খেলা
মৃদু আলোর মধ্যে

বল আমার প্রিয়,
পৃথিবীর গান কত মানুষ শোনে,
কত মানুষ গভীরভাবে দেখে,
আলোর ভিতর ছায়া কত মানুষ বোঝে
আর ছায়ার ভিতর আলো।
কয়জন বোঝে বলুন,
সময় একটা আলোর নাম-
তার পথে মুহূর্ত বিভক্ত.

ছায়া দলে দলে আসে,
আর দল চলে গেল!
সূর্য এবং মেঘ-
নদী ও বন-
চাঁদের আলো এবং পাহাড়ের গান,
একে অপরকে মুগ্ধ করে,
তাদের আর কি বলার আছে?
ওহ, একাকী বন্ধু!
আমি জানি তুমি তোমার প্রকল্পের সাথে আছো!
কিন্তু আমার কথা শোন,

অনেক কিছু বলা হয়েছে-
সবই পাথরে লেখা।

পশুর চামড়া, গাছের বাকল এবং পাতায়।

প্রতিটা কথা বলার পর চুপ হয়ে গেল।
শব্দ গুলো,
সকল শব্দ,
দূরে ধুয়ে,
ধুলায়,
বৃষ্টিতে!
আর সময়ের চাকার নিচে...বৃষ্টির জলে!

মাটি

যখন আমি ধ্যানে মগ্ন
তুমি জিজ্ঞাসা কর...
শোন,
এই মাটিতে একটি গাছ জন্মে
একটি বীজ থেকে
যা-
পায়ের তলায় মাটি
মায়ের মতো লালন-পালন করা
অনাথ বীজ ছিল
এবং তারপর এটি অঙ্কুরিত
গাছ হয়ে!

আপনি কি পর্যবেক্ষণ করেছেন
এখন চারা তোলার সময়
এটা তারুণ্য
আর এর মৃত্যুর সময়?

তুমি কি দেখেছ
কত পাতা সাজিয়েছে সেই গাছ
আর কত ফুল ফুটেছে
আর বিনিময়ে শুধু লালন-পালন
বীজ ফেরত দেওয়া হল
কত ফুল
কত পাতা!
মাটি তা গ্রহণ করে
আরো ফেরতের প্রতিশ্রুতি

ভালবাসা
কার জন্য?

এবং তুমি কি জানো
আকাশে মেঘের গল্প?
বাষ্প ক্ষুদ্র জলরাশিতে উঠে
তবুও গাছ আর ফসল
বুকের দুধ খাওয়ানোর মতো
এবং আরো
আর কত গল্প?
সেই দয়া
এছাড়াও তুমি খুঁজে পেতে পরো-
আকাশকে জিজ্ঞেস করার আগে
প্রথমে তোমার পায়ের নিচে তাকাও!

অন্ধকার

এবং তুমি কি ভেবেছো
অতলান্তিক সমুদ্রের কথা
যা নিরস্ত করেছে
একটি ঘূর্ণায়মান অগ্নিগোলককে
যা চিরন্তন অন্ধকারের একটি অংশ মাত্র!

এবং তুমি কি ভেবেছো
উর্দ্ধরেতা হয়ে যা দেখ
নীল আকাশ- আলোময়
এবং ঝলমলে গ্রহ নক্ষত্রগুলো
সব কালো অন্ধকারের গহবরে
শুধু ছিল তা নয়
এখনো অন্ধকারেই!

এবং তুমিও
এখনো অন্ধকারে
হয়তো প্রজ্জ্বলিত কিছু
যা তোমার চিন্তায় ভ্রমের সৃষ্টি করে
তুমি ভাবো
তুমি সম্পূর্ণভাবে আলোকিত!

এবং দেখ
কেমন করে আগুন বেঁচে থাকে
হয়তো তুমি জানো
অন্তলান্তিক সমুদ্র শুধু নয়
যে শিশির

উদয়ের আলোতে
হৃদয় জুড়ানো স্ফটিক
অথবা কুয়াশার প্রলেপ
অথবা
জলসিক্ত ভাসমান মেঘ
সবাই ধারণ করে আছে আগুন
তাদের অন্তরে!

এবং তোমার জ্ঞান
বিভাজন প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়
যা তোমাকে চিনতে দেয় না
অন্ধকার কি?
অতলান্ত অন্ধকার
সেতো তোমার
চিন্তা স্বপ্ন এবং কল্পনার বাইরে!

তারা শুধু ভালোবাসা জানে

আমি মনে করতাম
আমার ঘরের জানালা দিয়ে
পৃথিবী বহমান-
দিনের আলোর সাথে
রাতের আঁধারের সাথে
বাতাসের সাথে
মেঘের সাথে
ফুলের ঘ্রাণের সাথে
পাখীর গানের সাথে
আমি যদি গুমোট হয়ে থাকি
আমার ঘরের সব কিছু গুমোট হয়ে যায়
প্রশান্তি আগে নিজের ঘরে
আমি যখন স্বপ্নে দেখি
আমি আকাশের নিচে শুয়ে আছি
আর ছায়াপথের নক্ষত্রেরা চাঁদের সাথে
এক প্রশান্তির গান গাইছে
আর পুরো ঘর যেন আমার মা
আমি মায়ের কোলে
আমাকে ঘুম পাড়ানিয়া গান গায়
গল্প বলে পৃথিবীর
মাটি
চাঁদ
নদী
সমুদ্র
পাহাড়
বন

ঝর্ণা
ফুল
পাখী
বৃষ্টি
ঘ্রাণ
আরো কত কি
ওরা নাকি ভালোবাসা ছাড়া
আর কিছু জানেনা
আমি চোখ দিয়ে দেখে দেখে ভাবতাম
ওরা সব আমার বাইরে
আজ হঠাৎ মনে হলো
ওরা সবাই আমাদের প্রশান্তির নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
নিঃশব্দে শুধু ভালোবাসা দেয়!

মুহুর্ত

নিশিভাঙা রাত
জলশুকা নদী
বিষাদি মেঘ
শ্রাবণী জ্যোৎস্না
মৌন পাহাড়
আর শিষ দেয়া আঁখি!

কি অদ্ভূত বল!
কথার ভিতরে থাকে যাদু
রাতভরা মায়া রাত
দিনভরা মায়া
আর মায় পাতার ভিতর
আর থাকে পথে
পথে পথে মায়া পরে থাকে
আর যখন অভিমান মুখ ফিরে থাকি
মন বুনো ঝরণা হয়ে যায়
শুনি যখন সোহাগী বচন!

ফুলেরও গন্ধ থাকে
পাটভাঙা শাড়ির মত
ঘাসেরও পাখা থাকে
ভিজে থাকে শিশিরের সুরে

মনেরও স্মৃতি থাকে
হিজলের মত
শীতে কাঁপে
খরা হয়
ঝড়ে পড়ে
জলে ডোবে
যাদুর হিজল গাছ
জেগে থাকে তেমন
যখন আমি
ডুবেছিলাম
তোমার চোখে

চিঠি

প্রিয় উত্তরাধিকার,
২১ শতকের শুরুতে,
তোমাকে আবার চিঠি লিখছি!
পাহাড়ের গুহার দেয়ালে প্রথম চিঠি লিখেছিলাম,
দ্বিতীয় চিঠি লিখেছিলাম প্যাপিরাসের পাতায়,
তৃতীয় চিঠিটা লিখেছিলাম মাটির ট্যাবলেটে,
আমার চতুর্থ চিঠিটি পাথরে খোদাই করা ছিল,
আমি তাল পাতায় পঞ্চম চিঠি লিখেছিলাম,
আমার ষষ্ঠ চিঠিটি কাগজে কলম দিয়ে লেখা ছিল।

আজ লিখছি সপ্তম চিঠি,
মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে,
গুগল স্পিকার এর মাধ্যমে।
আমি শিকার সম্পর্কে প্রথম চিঠি লিখেছিলাম,
দ্বিতীয় চিঠি লিখেছিলাম স্বপ্ন নিয়ে,
তৃতীয় চিঠি লিখেছিলাম ভালোবাসা নিয়ে,
আমি রূপকথা সম্পর্কে চতুর্থ চিঠি লিখেছিলাম,
আমি সমুদ্র এবং পাহাড় সম্পর্কে পঞ্চম চিঠি লিখেছিলাম,
ষষ্ঠ চিঠি লিখেছিলাম আকাশ, মেঘ, মাটি নিয়ে।
আজ লিখছি সপ্তম চিঠি,
উপগ্রহ, গ্রহ এবং ছায়াপথ সম্পর্কে।
না, আমি এখানে একটি তালিকা লিখব না,
আমি আকাশের একটি মোটামুটি মানচিত্র তৈরি করেছি,
তোমার জন্য রেখে দিলাম।
এবং তোমার জন্য,
কয়েকটি আন্তঃনাক্ষত্রিক গবেষণাগার-
আমি মহাকাশে তৈরি করেছি।

তদুপরি, আমি তাদের তোমাদের জন্য রেখেছি,

আরো কিছু যান্ত্রিক এবং জৈব
আবিষ্কার তথ্য.
আমরা ডিএনএ মেশানো সম্পর্কে শিখেছি,
ন্যানো বিভাগের প্রক্রিয়া শিখেছি,
আমরা মহাকর্ষ বল বুঝতে পেরেছি,
ভর-কম স্থানের পথ আমরা জানি।
আমরা এখন মহাকাশে উড়তে অভ্যস্ত,
পাখিদের ওড়ানো আমাদের কাছে পুরনো
পাহাড় এবং সমুদ্রের অ্যাডভেঞ্চার পুরানো গল্প।
এবং একই- বন এবং মরুভূমি অভিযান।
জানো, চাঁদনী রাত এখনো আমার প্রিয়,
তবে চাঁদকে নিয়ে আর কবিতা লিখতে চাই না,
কারণ তুমি হাসবে-
ভাববেন, কতটা আবেগপ্রবণ ছিল হোমো-স্যাপেন্স!

প্রকৃতপক্ষে,
মেঘ, বর্ষা, চাঁদ, নদী, ফুল, পাখি, ঘাস আর আকাশ,
এই ছিল আমাদের সম্পদ!
দেখ, ওহ আমার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকার,
প্রাচীন পুরাণ আজ বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে।
আবেগ, বাস্তবতার দ্বারপ্রান্তে উচ্ছ্বাস,
প্রতিদিনের আবিষ্কারের পথে,
সমস্ত পুরানো জ্ঞান মৃত নদীতে পরিণত হয়েছে।
মাঝে মধ্যে আমি ভাবি,
মানুষের আবেগী মন কি মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে?
নাকি বিজ্ঞানে জ্ঞানের বিকাশ বেশি?

সোফিয়া
সেই প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নারী,
ভবিষ্যতে তার নাম কী হবে?
কৃত্রিম ইভ - নাকি অন্য কিছু?
আমি চিঠি বড় করব না,
আমি জানতাম,
আমি যখন প্রথম আগুন জ্বালাই,
তাহলে আপনি একটি কৃত্রিম সূর্য তৈরি করবেন,
আর পৃথিবীতে রাত বলে কিছু থাকবে না।
আর চাঁদের অন্ধকার দিক হবে ফসলের ক্ষেত।
যেদিন প্রথম বাতাসে শুকনো পাতা ভাসতে পেরেছিলাম,
সেদিন বুঝলাম,
আপনি গ্যালাক্সি জুড়ে উড়তে সক্ষম হবে.
যেদিন পাহাড়ের গুহায় ছিলাম,
আর শিকারের ছবি আঁকতাম,
তখন বুঝলাম,
আকাশ তোমার কাছে বইয়ের মতো খুলে যাচ্ছে।
আমার প্রিয় উত্তরাধিকার-
আজ একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে
আমি তোমার জন্য অনন্তকাল রেখে যাচ্ছি -
অনন্ত জীবন,
গভীরের প্রেম,
চিরন্তন জ্ঞান।

ডানা

আমি তাকে জিগ্যেস করেছিলাম,
তুমি আমাকে ডানা দিয়ে আশীর্বাদ করলে না কেন?
ফেরেশতাদের মত...!
আমার ছোটবেলা থেকে,
দূর আকাশে ঘুড়ি দেখে,
আমি তাকে জিগ্যেস করেছিলাম,
তুমি আমাকে ডানা দিয়ে আশীর্বাদ করলে না কেন?
তুমি পাখিদের ডানা দাও,
কিন্তু আমি একজন মানুষ,
তোমার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি,
তুমি আমাকে ডানা দিয়ে আশীর্বাদ করলে না কেন?
আমি সর্বত্র এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি,
বন, পর্বত, নদী, সমুদ্র, মরুভূমি,
মেঘ, বৃষ্টি, শীত, ঝলসে যাওয়া দিন,
আর চাঁদনী রাত
উপরের সবগুলোই আমার জিজ্ঞাসার সাক্ষী।
কোন উত্তর পেলাম না,
এখন আমি নিশ্চিত
সে কখনোই আমাকে উত্তর দেবে না...
অনেক দিন পর,
প্রায়ই স্বপ্ন দেখি,
আমি একাই উড়ছি
মিল্কিওয়ে এবং অ্যান্ড্রোমিডায়...
ভেলায়
ডানা ছাড়া।

স্বগতোক্তি

আমি নিজের দিকে তাকাই,
আমি নিজেই বলি!
গত কয়েক দিনে নিজেকে কতটা পুড়িয়েছ?
কত সুগন্ধি নিঃশ্বাসে নিয়েছো পেছনের দিনগুলোতে?
আপনি পৃথিবীতে কতটা পায়ের ছাপ দিয়েছ?
বৃষ্টিতে কতবার গোসল করেছ?
তুমি কি কখনও তোমার চারপাশের মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর কথা ভেবেছ?
তুমি কি পাহাড় সম্পর্কে চিন্তা করেছ?
তুমি তাদের কাছ থেকে জীবনের জন্য সংকল্প শিখেছ।
এবং নদী আমাকে জীবনের গতি সম্পর্কে কি শিখিয়েছে।
আর মেঘ?
তুমি তাদের কাছ থেকে সহানুভূতি শিখেছ।
এবং তুমি,
ভ্রূণের শুরু থেকে আপনার শেষ পর্যন্ত,
সবকিছু গ্রাস করে,
বায়ু, আলো, এবং ফসল এবং জীব-
আর তোমার শরীরের প্রতিটি কোষ তাদের কাছে ঋণী।
তুমি কি তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছ?
তারা তোমাকে পশু থেকে মানুষে বিকাশ করছে।
ওহ, আমার আত্মা, আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, তুমি কি ভুলে গেছ?
তোমার চারপাশের সবাই দয়ালু এবং মহান।
তুমি কি অনুভব করো?

অবতার

আমি হেলেনিক যুগে প্রাচীন গ্রীসে-
একটি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলাম।
তখন মহান জিউস,
এবং এপোলো দেবতার কাছে,
প্রতিদিন প্রার্থনা করতাম,
হে দেবতা,
আমার পেশীতে পাথর ভাঙার শক্তি দাও।
আমার জন্ম শনিবারে,
আমি কতবার শনির মন্দিরে গেছি,
অর্ঘ্য দিয়ে প্রার্থনা করেছি,
হে দেবতা,
আমাকে মহা যোদ্ধার বর দান কর,
যাতে আমার পূর্বের মহাযোদ্ধাদের সুনাম-
অতিক্রম করে আরো উপরে যেতে পারি।
এবং আমি জিউসের মন্দিরে,
নগদ পয়সা দিয়ে প্রার্থনা করে বর চেয়েছি!
আমি রাতের আকাশে দেখেছি,
আলোর তারাদের বিচরণ,
আমার পূর্ব পুরুষেরা বলেছে-
ঐ দেখ,
পৃথিবীর মন্দিরের মত আকাশেও ভাসমান মন্দির-
যেখানে দেবতারা বাস করে!
আমি প্রার্থনায় বলতাম,
আমি মানুষ, হে দেবতারা,
আমার পাখা নেই-
আমি কি করে অর্ঘ্য নিয়ে নিয়ে যাবো-

তোমার আকাশ মন্দিরে?
আমি কোন ট্রয়ের যুদ্ধে,
নিহত হলাম!
সে জন্মে আমি আমি কোন বর পাইনি,
কোন দেবতা আমার পেশীতে,
পাথর ভাঙার শক্তি দেয়নি,
কোন দেবতা আমাকে,
মহান কোন যোদ্ধা হিসাবে,
চাতুর্য ও শৌর্যশালী করেনি।
আমার মনেহয় আমি যেন,
আরো আরো অনেকবার জন্ম গ্রহণ করেছিলাম,
কতবার মনে নেই-।
এ জন্মে আমি কোথায় জন্মেছি,
নাই বা বললাম,
পেশাগতভাবে আমি এস্ট্রোনাট,
আমি আকাশের একটি স্পেস স্টেশনে চাকুরী করি!
আমি আকাশে,
কোন দেবতার মন্দির খুঁজে পাইনি,
না জিউস না এপোলো,
না অন্য কারো!
তবে আমি প্রার্থনা করি,
কার কাছে জানি না!
বলি হে আমার আমি...
আকাশের এ অসীম শূন্যতা,
নানা ফসল আর শান্তির মাঠ হয়ে যাক...
আর সব মৃত মানুষেরা এভাটার হয়ে
জন্মগ্রহণ করুক-!
তারিখঃ ১৯-১২-২০২২

বেথলেহেম-১

আমি যখন আমার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম,
আমি বেথলেহেম পরিদর্শন করতে চাই!
তুমি হেসে বললে,
তুমি অতীত এবং ভবিষ্যতে যেতে পারো,
দুটো পথই খোলা,
এক পথ মানব কাফেলার পায়ের ছাপ বহন করে,
অন্যটি খোলা সময় ভ্রমণের মানুষের পদচিহ্নের জন্য অপেক্ষা করছে।
উভয় পথ অনেক কল্পকাহিনী এবং যাদুতে মোড়ানো ।
তুমি বলেছিলে চল,
তাহলে মনে রাখবেন...
রাজা হেরোদ এক অবর্ণনীয় গণহত্যা চালাচ্ছিলো;
এটা ছিল রক্তপাতের এক নির্মম সময়।
আর সভ্যতা নির্দয় সময়ের অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়।
দেখ, বেথলেহেমের সেই জায়গাটা,
খড়ের তৈরি ঝোপের কাঠামো,
পশু এবং রাখালদের জন্য।
ঝুপড়ির নিচে...
যেখানে কিছু ভেড়া ছিল,
কয়েকটি উট ছিল,
তারা মাটিতে ছিল,
কয়েকজন রাখাল ছিল
আর মাথার উপরে একদল ফেরেশতা ছিল,
এবং সেখানে কয়েকজন ঋষি এসেছিলেন,
আকাশের একটি নতুন উজ্জ্বল নক্ষত্রের দেখে দেখে,
এবং তারা সবাই মিলে একটি নবজাতক শিশুর জন্য একটি গান গাইছিল।
কারণ তারা জানত - এই শিশুটি একটি নতুন মশাল জ্বালাবে

মানবতার ভবিষ্যতের জন্য।
রাত ছিল এবং মরুভূমি ঠান্ডা ছিল,
সেই তারাটি ছিল মাটির পাত্রে খড়ের মধ্যে,
মানবতার মহান ইতিহাস এখানে শুরু হয়েছিল।
ভেবে দেখ, ইতিহাস যে কোনো জায়গা থেকে শুরু হতে পারে!
পৃথিবী পেয়েছিল মানবতাবাদী সভ্যতার শিক্ষক,
কিন্তু মহান শিক্ষকের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর আমরা সবাই এটি উপলব্ধি করেছি।
দেখ, এখানে এবং সেখানে জ্ঞান,
অলিখিত অতীতের পথে,
এত কিছুর পরও আজ পর্যন্ত আমরা অন্ধ।
বেথলেহেম থেকে আমার বাড়িতে ফেরার পথে,
আমি রাজা হেরোদকে পথে মৃত দেখেছি,
এবং যীশু, তাঁর জ্ঞান এবং বক্তৃতা,
আলো দিয়ে ছাপানো।
তুমি কি কিছুটা আলোকিত-
এতদূর হাঁটার পর?
আমি জবাব দিলাম, হ্যাঁ!
একটি পথ,
যেটা শুরু হয়েছিল বেথলেহেমে
আর তা আকাশের দিকে যাচ্ছে!
হ্যাঁ,
আকাশ অপেক্ষা করছে মানুষের কাফেলার পায়ের ছাপের জন্য...
যা শুরু হয়েছে বেথলেহেম থেকে ..

বেথলেহেম-২

চলে এসো,
এ পথ ধরে...
তোমার সাথে আমার কিছু কথা বলার আছে!
তুমি হেরোদের মৃত্যু দেখেছ,
তুমি কি অন্য কিছু দেখেছ?
বেথলেহেমের সেই খড়ের চালায়,
তুমি কি দেখেছ,
সেখানে কারা ছিল?
যীশুর জন্মের সময়?
দেখেছ শুধু দেখেছ-
দেবদূত আর সেই ঋষিরা,
আর কেউ নেই?
ঐ রাখালেরা?
আর সেই প্রাণীগুলো?
ভেড়ার পাল?
কয়েকটা উট?
কয়েকটা গাধা?
কয়েকটা গরু?
আরো অনেক-
তারা এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর প্রতিনিধিত্ব করে!
এবং শুকনো ঘাস,
তারা প্রতিনিধিত্ব করে,
এই পৃথিবীর সব গাছপালা!
আর রাত- যা দিনের প্রতিনিধি!

এবং রাতের শীতলতা,
মরুভূমির প্রতিনিধিত্ব করে!
আর শিশির,
তারা সব মেঘ এবং বৃষ্টি প্রতিনিধি!
একটি স্বাগত গানেও অংশ নেন তারা
অন্যদের সাথে যীশুর জন্মের মুহূর্তে, কেন?
গানটিতে তারা আরও বলেছেন,
হে তারা - তুমি শুধু মানুষের জন্য নও...
তুমি আমাদের সবার জন্য
আমরা যারা পৃথিবীতে বাস করি...
শুকনো ঘাস,
তারা প্রতিনিধিত্ব করে,
এই পৃথিবীর সব গাছপালা!
আর রাত-
দিনের প্রতিনিধি!
এবং রাতের শীতলতা,
সেটাও মরুভূমির প্রতিনিধিত্ব করে!
আর শিশির,
তারা সব মেঘ এবং বৃষ্টি প্রতিনিধিত্ব!
স্বাগত গানেও অংশ নেয় তারা
অন্যদের সাথে যীশুর জন্মের মুহূর্তে,
কেন?
গানটিতে তারা আরও বলেছেন,
হে ধ্রুবতারা - তুমি শুধু মানুষের জন্য নও...
তুমি
আমাদের সকলের
আমরা যারা পৃথিবীতে বাস করি...

বেথেলহেম-৩

হে প্রিয় কবি,
আমি উত্তর দিলাম হ্যাঁ।
তখন তুমি কথা বলতে শুরু করলে।
তুমি বন্ধ্যা রাত কাটিয়েছ,
কিন্তু তোমার অনেক রাত ছিল,
চিন্তার জন্য-
এবং
লেখার জন্য।
আর দক্ষিণের উড়ন্ত পাখি,
তাদের অগণিত পালক ভাসিয়ে দেয়,
লেখার জন্য তোমার কলম তৈরি করতে,
যখন এক ঝাঁক পাখি তাদের শিকারের স্থান থেকে উড়ে যায়
উত্তর দিকে।
আর সারা পৃথিবী জঙ্গল বলেছিল,
আমরা সবাই আগুনের কাছে আত্মসমর্পণ করব,
আর আমরা ছাই হয়ে সমুদ্রে মিশে যাব,
তোমার কলমের জন্য কালি হতে।
আমি আর তুমি তখন
মরুভূমির পথ পাড়ি দিচ্ছি।
প্রাচীন বেথেলহেম থেকে ২০২৩ পর্যন্ত,
একটি মাটির ভৌগলিক জায়গা এবং অন্যটি সময়্
আর তুমি জানো না-
সময় এবং স্থান এবং কিভাবে তাদের সমন্বয় হয়!
এবং তোমাদের জন্য ধ্বনিত হয় সঙ্গীত,
সাতদিন ধরে ২৫ তারিখে,
তাঁর আবির্ভাবের পর থেকে,

যাতে তোমরা মানবিক থাকো আগামী দিনগুলোতে,
বুক পেতে রাখো অন্যদের আলিঙ্গনের জন্য,
এবং প্রতিবেশী অন্য জীবদের জন্য,
এবং বৃক্ষদের জন্য,
এবং সমুদ্র পাহাড়ের জন্য,
এবং নক্ষত্র ও নভঃমন্ডলের জন্য।
এবং তুমি যদি ভালোবাসো তাদের-
তারা সবাই তোমাকে উপহার দেবে স্বর্গ!
এবং তুমি জানো না স্বর্গ তাদের হাতে
যারা তোমার প্রতিবেশী...

কুয়াশা

এ ঘন কুয়াশায়
বিরান একাকীত্বে
একবার নিজের দিকে চাও
প্রিয় বুনো পাখী।
বলছি না
কোন ধ্রুপদী কবিতা আবৃত্তি কর-
যেখানে রোদ্রমগ্ন দুপুর,
অথবা পূর্ণিমায় কোন হেমন্ত রাত
অথবা ঝড়ে বিভঙ্গ বনভূমী
কোন এক নির্জন সমুদ্রতটে
যে কবিতার শরীরে অংকিত
সপ্তসুরের সারেগামা।
আমি শুধু বল
ও আমার প্রিয় বুনো পাখী
এই ঘন কুয়াশায়
বিরান একাকীত্বে
একবার নিজের দিকে চাও।
আমি আমার দিকে তাকাই
কবেই শরীর অদৃশ্য হয়ে গেছে
সাদা কুয়াশায়...

পৃথিবীর সব বৃক্ষরাজি
সমুদ্র, নদী, পাহাড়,
যা ছিল আমার চারপাশে
কুয়াশার ঘন আবরণে
কোথায় হারিয়ে গেছে
আমার চোখও হারিয়ে গেছে
আছে শুধু দৃষ্টির অনুভূতিটুক।
আমার আকাশভরা রাত
আর তারাদের দুধেলা নদী
জ্যোৎস্নায় মেঘ
আর স্বপ্নের পাখী
কবেই ডুবে গেছে-
ডুবে গেছে নোঙরের ঘাট
আর সব ঋতু...

তুলনা

তোমাকে যখন প্রশ্ন করলাম,
মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর
মনস্তত্ত্ব নিয়ে কিছু বল-
তুমি হেসে উত্তর দিলে,
সকল প্রাণীর জীবনকালে
অনেক অভিজ্ঞতা হয়!
আমি বলি এ আবার নতুন কি?
তুমি বললে নতুন কিছুই নেই
সব পুরোনো!
মানুষ মমতা ও ভালোবাসা ভুলে যায়-
আর
তারা স্মৃতিতে,
থরে থরে সাজিয়ে রাখে,
হতাশা,অভিমান, অতৃপ্তি, বিদ্বেষ!
আর অন্যান্যরা,
শুধু মমতা আর ভালোবাসা জমিয়ে রাখে-
আর হতাশা,অভিমান, অতৃপ্তি, বিদ্বেষ
ভুলে যায়!
তুমি বললে
মানুষ সুখ হারিয়েছে বহু আগেই
এবং এক অদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক অসুখ
শুধু মননে বাসা বাঁধে
তার নাম
হ্যাঁ বলতে পারো
সুখ ভুলে যাওয়া রোগ!

একসাথে থাকা

যেদিকে তাকাই,
সবাই বলে আমিও তোমার মত
পথ ভ্রান্ত
বৃক্ষ, মরু চাঁদ অথবা রাত্রি
নদী অথবা ফসলের মাঠ
এবং অরণ্য
তারা বলে আমরাও
তোমার মত নিরুদ্দেশ যাত্রী
আমাদের কষ্ট
পথে পথে ফেলে যাই বীজ, বৃক্ষ অথবা সন্তানদের
তাতেই আমাদের কষ্ট
আর তোমরা ভুলে গেছ একসাথে থাকা।
আর চাঁদ আর নক্ষত্রেরা
যারা আরো অনেক আগে থেকে আছে
তারা বলে-তুমি কি দেখনা
বৃক্ষের পরতে পরতে বয়স লেখা থাকে
আর তেমনি মাটিরও স্তর থাকে
এবং পাহাড়েও
এবং তোমার শরীর
সেখানেও সঞ্চিত হয় অভিজ্ঞতা
এবং ডান আর বাম হাতের পাঁচ আঙুলে তাকাও

বৃদ্ধাঙ্গুলি বলে আমি তো তুমি
আর সব প্রতিবেশী
তর্জনি, মধ্যমা, অনামিকা আর কনিষ্ঠা
তর্জনি তোমার চারপাশে যত প্রাণী
মধ্যমা বলে তোমার চারপাশে যত বৃক্ষলতাপাতা
অনামিকা বলে তোমার চারপাশে যত নদী সমুদ্র আর মেঘ
কণিষ্ঠা বলে পাহাড় আকাশ আর মেঘ
আমরা একসাথে যাত্রী
আর মূলমন্ত্র
সবাইকে বাঁচিয়ে নিজে বাঁচাকেই
বেঁচে থাকা বলে
একসাথে বেঁচে থাকা
তোমরা যাকে বল মানবতা।

একটি লালিত মিথ্যা

আমি প্রায়ই
আমি আমার অতীত দেখি
সেই পথ দিয়েই আমি এখানে এসেছি!
গ্রামীণ পথ, ইট বিছানো, কালো পিচ বা কংক্রিট
বা ভেলা, নৌকা বা জাহাজ
ঘুড়ি ওড়ানোর স্মৃতি
আমি জানতাম না আমি নিজেই উড়ে এসেছি
সেই সাথে অনেক দূরে!
একজন কৃষক হিসেবে আমি সম্পূর্ণ ব্যর্থ
আমি সারা জীবনে কয়েকবার গোলাপ রোপণ করেছি
একটি ফুলও ফুটেনি।
তবুও সময়ের সাথে সাথে
স্বপ্নের গাছের মতো অনেক শাখা
আমার মন থেকে অঙ্কুরিত-
আমি প্রায়ই
আমি আমার অতীত দেখি
সেই পথ দিয়েই আমি এখানে এসেছি!
পথে
ঝড়, জোয়ার, বজ্রপাত
অন্ধকার এবং প্রচণ্ড আগুন
কত স্মৃতি আজও পড়ে আছে চারপাশে
অবরুদ্ধ পথ
ফেরার উপায় নেই!
কিন্তু সবাই মনে মনে একটি মিথ্যা লালন
তুমিও-আর তুমিও আমার বন্ধুরা-
আহা, যদি ফিরে যেতে পারতাম!

স্বপ্ন ফেলে চলে যেতে হয়!

আমি
দু:খিত শব্দ শুনতে শুনতে
অবাক!
এখানে কিছুই নেই
দু:খিত শব্দ ছাড়া!
মাটি আমাকে বলেছে
দু:খিত!
তোমাকে আর
বেশি পথ দিতে পারবো না।
সূর্য- সেও বলেছে
উদয়াস্ত তুমি অনেক পেয়েছো
আর কত চাও?

চাঁদ বলে আমি কি
জ্যোৎস্না দেইনি তোমাকে?
জন্মের ওপারে মানুষের কাফেলার
ট্র্যাফিক জ্যাম-
ওদের জন্যেও তো রাখতে হবে রুপালী আলো!
আমি বলেছি
আমার চোখ যদিও কিছুটা ধূসর
কিন্তু স্বপ্নের চোখ এখনো চকচকে
আমি আরো পথ হেঁটে যেতে চাই-
খর রোদের দগ্ধ হতে হতে
জ্যোৎস্নায় কবিতা হতে হতে

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে
সমুদ্রে ঢেউয়ের সাথে সাথে
নির্মল ফুল পাখী আকাশের সাথে সাথে
কথা বলতে বলতে
আর তোমাদের চোখে চোখে
চেয়ে থাকতে থাকতে
যেখানে বিবর্ণমুখে
তোমাদের ভালোবাসার বোধ লেখা থাকে-

দু:খিত!
স্বপ্ন ফেলে চলে যেতে হয়!

মৃত্যু

আমি কি ভুলে গেছি?
মনে করতে পারিনি
আমি কি ভুলে গেছি সব?
কিছু শব্দ,
নাকি বৃষ্ট
অথবা কিছু শরতের মেঘ,
আমি কি সব ভুলে গেলাম?
কিছুই মনে করতে পারছিলাম না-
ঘুম-
নাকি আকাশে একটা ঘুড়ি,
অথবা একটি রঙিন নাটাই
অথবা একটি খেলা
বা কিছু গান
আমি কি ভুলে গেলাম?
কিছু মনে করতে পারছিলাম না
রোদে পোড়া মেঘ
বা একজন সুন্দরী মহিলার সুন্দর পা'
অথবা ছেঁড়া গোলাপের পাপড়ি
নাকি দুটো নেশাগ্রস্ত চোখ
কার-
আমি কি ভুলে গেলাম সব?
কিছুই মনে করতে পারছিলাম না
শুধু আমি মনে করতে পারছিলাম
আমি মৃত স্বপ্নে
সোনার হাত- রূপকথার এক নারী
মৃত্যুর সূচিকর্ম
সোনার সুতো দিয়ে...

পরিযায়ী পাখি

শীতের শুরুতে,
কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে-
এক ঝাঁক পরিযায়ী পাখি-
মেঘে পালক ঝাপটায়!
সে সময় বারান্দায় বসলাম- ঘুমহীন;
বেলি ফুলের ঘ্রাণ চারিদিকে গাওয়া হচ্ছিল।

আমি জানতাম না তারা কোথায় উড়ে যাচ্ছে,
উত্তর গোলার্ধ থেকে দক্ষিণে-
নাকি দক্ষিণ থেকে উত্তর!
আমি জানতাম,
তারা একটি প্যাটার্নে তীরের মাথা বজায় রেখেছিল,
যখন তারা একসাথে উড়ছিল;
এবং একটি ছিল একটি তরুণ পাখি সারিটির নেতৃত্ব দিচ্ছিল,
ছন্দময় সুরে,
আর অন্য পাখিরা গান গাইছিল,
একই সুর-
তাদের ডানা ঝাঁকিয়ে মারছিল।

আমি গভীরভাবে অনুভব করছিলাম,
মধ্য সারিতে তাদের একজনের মতো-
আমিও তাদের মত পরিযায়ী পাখি ছিলাম!
আমার যৌবনের চাঁদ পড়েছে,
সূর্যও একি!
একসময় আমিও ছিলাম তীর বিন্দু,
এবং পাখিদের একটি ঝাঁক নেতৃত্ব.

হায়রে!
পেশীর ঝড় দুর্বল হয়ে পড়ে,
পাতলা বাতাসের মতো যা যথেষ্ট নয়-
মরা ঝরে পড়া পাতা ভাসিয়ে রাখতে!
পাখির কিচিরমিচির শব্দ শুনতে পাই
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে;

এক এক করে আমার সব পালক বেরিয়ে গেল,
আমার মধ্যে ছাড়া শুধু উড়ার ইচ্ছা।

মৃত্যু এবং স্বপ্ন

কি করে মুছে দেব নদী?
প্রতি মুহূর্তে,
আমি ভাবি,
আমার সেই ক্ষণিকের মৃত্যু,
রাত যার সাক্ষী।
শেষ রাত আমাকে বলেছিল,
আমি জন্মি এবং মারা যাই,
তোমার মত,
প্রতি মুহূর্তে!
আমরা সবাই মারা যাচ্ছি
দেহের স্পন্দনের মত-
শ্বাস গ্রহনের মতো
আবার শ্বাস বর্জনের মত।
নদীকে জিজ্ঞেস করলাম
আমার স্বপ্নগুলো কোথায়?
নদী উত্তর দিল,
তারা আমার হৃদয়ে-
আমি এখন মরুভূমি পেরিয়ে যাচ্ছি!
আমি ভয়ে জিজ্ঞেস করি-
বালিতে যদি মরে যাও!
সে উত্তর দিল,
তখন আমরা ঘাস হয়ে জন্ম নেবো
ছোট ছোট ফুল আর স্বপ্ন নিয়ে।

নারী

আমি খুব শক্ত করে রেলিং ধরে রেখেছি,
প্রচন্ড ঝড়ো-হাওয়ায় জলের ছিটে লাগছে,
আমি এপারে- ওপারে নায়গ্রা প্রপাত,
পায়ের নীচে থেকে আমি আপাদ-মস্তক ভেজা,
ভিজছি- ঝড়ো হাওয়ায়- মেঘবৃষ্টি মাথায় করে,
আমার সাথে যারা রেলিংর কাছে ছিল,
সবাই নিরাপদ দূরুত্বে সরে গেছে।
আমি চোখ বন্ধ করে, শক্ত করে রেলিং ধরে আছি,
ঝড়, নায়গ্রার জল পতনের শব্দ আর কালো মেঘের বজ্রপাত,
আমি আনন্দে দেখছিলাম-ঝড়ের ভিতরে জন্ম হল একটি নদীর-
নদী হাসতে হাসতে বল্ল- আমি দুধকুমার- বয়ে গেলাম-
আবার আরেক দিকে কে যেন হাসতে হাসতে বল্ল আমি ইরাবতী
বয়ে গেলাম- পাহাড় বন ক্ষেতের ভিতর দিয়ে বয়ে যাবো।
নায়গ্রা-
নারী আমার-
আমি খুব শক্ত করে রেলিং ধরে রেখেছি
প্রচন্ড ঝড়ো-হাওয়ায় জলের ছিটে লাগছে
পায়ের নীচে থেকে আমি আপাদ-মস্তক ভেজা
ভিজছি- ঝড়ো হাওয়ায়- মেঘবৃষ্টি মাথায় করে
আমি খুব শক্ত করে রেলিং ধরে রেখেছি
আমার পিছনে পাহাড়, আমি জানি
তারপরে- ঘন বন- তারপরে মরুভূমী-তারপরে লোনাসমুদ্র
তারপরে জলরঙে ঘন রং করা নীলাকাশ
তারপরে অন্ধকার-
ওপারে আমার কোন ঠিকানা নাই-
নায়গ্রা-

নারী-
তোমার ঠিকানা বহমান আগের মতই,
তুমি দুধকুমার,
তুমি ইরাবতী,
আরো কত ফসলী মাঠ-
আরো কত গোলাপের বাগান-
আর নক্ষত্রের রাত হয়ে যাও-
আর আমি ঝড়ো হাওয়ায়- মেঘবৃষ্টি মাথায় করে,
আমি খুব শক্ত করে রেলিং ধরে,
আমার পিছনে পাহাড়, আমি জানি,
তারপরে- ঘন বন-
তারপরে মরুভূমী-
তারপরে লোনাসমুদ্র
তারপরে জলরঙে ঘন রং করা নীলাকাশ-
তারপরে অন্ধকার-
ওপারে আমার কোন ঠিকানা নাই-
আমার ঠিকানার নাম
শুধু তুমি-
অনন্তকালে বহমান নারী।
ভালোবাসার কবিতা বাগান।

ঠিক আছো তো

তুমি কি ভাবো আমাকে নিয়ে
আমি বুঝি-
শেষ রাতে যখন পশ্চিমের খোলা জানালায়
অন্ধকার আকাশে
ক্লান্ত চাঁদ দেখতে চেয়ে চেয়ে থাকি-
তুমি শংকা লুকিয়ে জিজ্ঞেস কর
ঠিক আছো তো?
আমি বলি হুঁ!
আমি যখন অলিন্দের টবে
একাকী বেলীফুলের গাছের পাশে বসি
রাত হেঁটে চলে যায় পশ্চিম তোরণে
পুবের জানালায় আলো উঁকি দেয়
তুমি দীর্ঘশ্বাসে শংকা লুকাও
কালরাতে আমি আধোঘুমে
সমুদ্রের তীরে
জোয়ারের জল ভাঙা শব্দে
আমি শুনছিলাম তানপুরায় সপ্তসুর
আমি গলা মিলিয়ে সুরের আলাপ করছিলাম
তুমি মৃদু ধাক্কা দিয়ে শংকায় জিজ্ঞেস করলে
ঠিক আছো তো?
ঝুম বৃষ্টির মধ্যে
আমি যখন অলিন্দে বসে থাকি
তুমি তখন বল শংকা লুকিয়ে
তুমি ঠিক আছো তো?

আমি বলি হুঁ,
তখন দেখি
একদিন
রিক্সার হুড ফেলে
তুমি আর আমি
প্রচন্ড বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে
চলছি
দু'পাশের চলমান মানুষেরা
আর সব লাইটপোস্ট-ফুলের বাগান-
আকাশ চৌচির বজ্রপাতে
আমাদের পথ ফুরায় না কখনো
তুমি শংকায়
আর আমি আনন্দে..

নিয়ান্ডারথাল

গতকাল নাপিত দোকানে,
সজ্জিত পার্শ্ববর্তী আয়না মধ্যে
জ্বলজ্বলে আলোতে খুঁজে পেলাম
একজন নিয়ান্ডারথাল মানুষ।
আমি বিস্মিত-
এখনো বিলুপ্ত হয়নি, সেই মানব প্রজাতি!
যদিও নৃতত্ত্ববিদদের মতামত,
মাটি খুঁড়লে এখনও পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রজাতি,
মাথার খুলি, চোয়াল এবং হাড়ের গঠন প্রমাণ,
লক্ষ লক্ষ বছর আগে তারা পৃথিবীতে ছিল।
আরও অনেক ধরনের মানুষ আছে-
হোমোস্যাপিয়েন্সের সাথে লড়াইয়ে কেউ বেঁচে যায়নি।
আমি আয়নায় তাকালাম,
নিয়ান্ডারথাল প্রজাতি ভালো স্বাস্থ্যে,
বসে বসে আমার চোখে চোখ রেখে-
আমি বলি হোমো সেপিয়েন্স হিসেবে,
কত দুঃসাহস তোমার?
তুমি এখনো বেঁচে আছো আমার চোখের দিকে তাকিয়ে!
আমি ভাবি,
তাহলে যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি!

আমার ছায়া

আমাকে বিশ্বাস কর।
যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি
সূর্য কখনো অস্ত যায় না।
আমার একটা গুপ্ত ধন আছে
কেউ জানে না
ওটা আমার ছায়া।

এটির একটি কেন্দ্রবিন্দু রয়েছে
কখনও কখনও, এটি পশ্চিম দিকে যায়
কখনও কখনও এটি পূর্ব দিকে যায়
সূর্য বৃত্তাকার সব মুহূর্ত
কিভাবে এবং কখন চক্র শুরু হয় আমি জানি না।
আমার স্বপ্নের কথা বলি
আমি আমার ছায়া খুঁজে পেয়েছি
আকাশে
সকল নক্ষত্র, আমি চারপাশে দেখতে পাচ্ছিলাম
আমার ছায়ার সাথে উড়ে যাওয়া মেঘের উপর
পাহাড়ে
বনে
এবং আমার বিশ্বাস
আমার ছায়ার সাথে নদী বয়ে যায়

মহাসাগরের কাছে
এমনকি মরুভূমিতেওআর আমি যা দেখি তা আমার ছায়া ছাড়া কিছুই নয়।

আমি জানি
এতদিন যা লিখেছ
আর তুমি লিখছো
এবং তুমি যা লিখতে যাচ্ছো?
সব আমার ছায়া সম্পর্কে
কেমন করে আমার ছায়া এগিয়ে যাচ্ছে
পশ্চিম থেকে পূর্ব...
কিন্তু প্রতিটি মুহূর্ত অন্ধকারে
চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠার সমস্ত গল্প
দেবদূতদের রূপকথার আড়ালে।

এবং সমস্ত দেবদূত তুমিই সৃষ্টি করেছ
এমনকি তাদের নামও...

সব আমার ছায়ায় রাখা আছে
আর চারপাশে যা দেখছ
ছোট ফুল, মৌমাছি, পাখির গন্ধ
তোমার চারপাশে বসবাসকারী সবাই

তুমি তাদের আমার ছায়াতেই পাবে...

সমতলে

আমি যখন পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম,
আমি সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলাম,
আমার ডানে সীমাহীন সমুদ্র,
আমার বাঁদিকে মরুভূমি,
আমার সামনে পাহাড় আর বন,
আর আমার পিছনে সবুজ সমতল!
আকাশের মেঘ
আমাকে ভিজিয়েছে!
কালো অন্ধকারে-
পূর্বদিকে-
দেখলাম চাঁদ,
পরিষ্কার দিগন্তে তারার আকাশ।
আকাশ থেকে একটি তারার স্ফুলিঙ্গ,
একটি দীর্ঘ জ্বলন্ত লেজ নিয়ে ঝরে পড়ে-
কেউ কিছু বলল- সেখানে-
কাউকে খুঁজতে এসেছি এখানে,
এবং সেই পতিত তারা-
আগুনের সংকেত দিয়ে আমাকে বললো...
এখানে নেমে এসো
আমি সমতলে...

আমরা সবাই জীবন

তোমরা যত সহজে
জড় ও জীবনের সংজ্ঞা দিয়ে দাও-
আমি পারি না!
যত ব্যাখা দাও-
আমি চুপ করে শুনি-
আমি কিছুই বুঝতে পারিনা
একটি শব্দ অথবা একটি অক্ষর!
নিজেকে ভীষণ নির্বোধ মনে হয়
নিজেকে ধিক্কার দেই-
এই বোধের জগতে
আমি কেন এত নিবোর্ধ?
আমি শুনি
বৃক্ষ লতাপাতার নি:শ্বাস
আমি শুনি সমুদ্রের নি:শ্বাস
আমি শুনি পাহাড়ের শ্বাস -
একবার এক অরণ্যের নির্জনতায়
সাধুসঙ্গে- নির্জন ধ্যানে-
পৃথিবীর নি:শ্বাস শুনতে পেয়েছিলাম-
তারপর আমি গোলকধাঁধায়-
তোমাদের মত সহজে বোঝার বোধ
আমি হারিয়ে ফেলেছি-
আমি একটি ছোট্ট দেশকে চিনি
যেখানে সমুদ্র পাহাড় আর মরু
পরম বন্ধুত্বে অনাদিকাল ধরে একসাথে-
আমার প্রিয় - বীর ল্যান্ড -
আমি যখন একা থাকি

রাত্রে নির্জনে
অলিন্দে
আমার প্রিয় বেলীফুলেরা
সাজিয়ে রাখে
অপূর্ব জ্যোৎস্নার ঘ্রাণ
আর মাটির টব-
সে ঘ্রাণের নি:শ্বাস নিয়ে ঘুমায়
শিশুকোলে মায়ের মতন।
জানো, বীরল্যান্ডের পাহাড়ের পাদদেশে
পাথরের আড়ালে
ঘাস গুল্মে ফুল ফুটে থাকে
আমি ওদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবো বলে-
ওখানে পাহাড়গুলো বহুদিন
আমাকে পাঠিয়েছে স্বপ্ন তরংগ
বলেছে- এখানে এসো-
পূর্ব পশ্চিমে ছায়া জমিয়ে রেখেছি
আর উত্তর দক্ষিণে আমার ভালোবাসা-

আর বালির সিলিকারা বলে
জানো
আমরা রাতে
চাঁদের কাছে আকাশের
রুপকথা শুনি!
আমি তাই ভাবি
জড় এবং জীবন শুধু তোমাদের কাছে-
সংজ্ঞার শিকলে যারা আষ্টপৃষ্টে বাধা-
আমার কোন সংজ্ঞা নাই...

ধরো, আমি বীরল্যান্ডের একটি পাহাড়
অথবা বালিকণা-
অথবা রঙিন পাথরের সমুদ্র তট-
অথবা পাহাড়ের পাদদেশে
পাথরের নীচের ছায়ায়
একটি ঘাসফুল!
এখানে জড় বলে কিছু নেই-
আমরা সবাই জীবন!

শূন্যের অংক

আমি তোমাকে
ভালোবাসতে বাসতে
একদিন আবিষ্কার করলাম
পাথর হয়ে গেছি।
একদিন আবিষ্কার করলাম
তুমি
আমাকে এড়িয়ে চলতে চলতে
দেউলিয়া হয়ে গেছো।

কাহ্নু, কি করে বল এটাই জীবন

মৃত্যু
দু:খ
বিরহ
বিচ্ছেদের পথ ধরে
একাকীত্বের যে যাত্রা
তাকেই কি জীবন বলে কাহ্নু?
যে ফুল ফোটে
বনভূমির লতায় পাতায়
সে তো দেখেনা
কবে তার বীজ থেকে
আবার লতিয়ে উঠেছে এক গুল্ম
আবার ফুটেছে ফুল-
একে তুমি কেমন করে জীবন বল কাহ্নু?
যে চাঁদ মরে গেল রাতে
সূর্যের দাবদাহে
শুকিয়ে গেল জ্যোৎস্না শিশির
কেউ- ভুলেও আবৃত্তি করে নাই
কোন জোনাকির আলো
রাতের গল্প শেষ হয়ে যায় রাতেই-
কি করে বল কাহ্নু- এটাই জীবন?
যে নদীর ঘাট
দেখেছি জমাট
সে ও বদলে গেছে-
মাটির নীচে
কুয়াশার ঢল
অথবা নৌকার ছইয়ের নীচে
মাটির প্রদীপের স্বপ্নগুলো

খর রোদে কবেই মুছে গেছে-
কাহ্নু, কি করে বল এটাই জীবন!
এলোমেলো কালিঝুলি
যে মন পথে হেঁটে যায়
না আছে অতীত তার
না ভবীষ্যৎ
না আছে আছে আকাশ
না আছে পাতাল
না আছে উত্তর না আছে দক্ষিণ
না পূর্ব না পশ্চিম
সময়ের কোন পথে
কবে কখন হারিয়েছে পথ
একাকী অচেনা পথে নিরুদ্দেশ
কাহ্নু, কি করে বল এটাই জীবন?

অন্তর্গত

কবে যেন কেঁদেছিলাম!
মেঘ হয়ে উড়ে গেছে জল,
তারাও ছেড়ে গেছে কবে!
সীমাহীন আকাশে
নিরুদ্দেশ -
উড়ে উড়ে কেঁদে কেঁদে ফেরে-
অরণ্যের
ঝরাপাতায়
দাবদাহে নেমে আসে ঘুম!
স্বপ্নে
সমুদ্রে
নোনাজলে
একা ভাসে কেউ-
চেনাচেনা লাগে-
মনেহয়...মনেহয়
আমি..

ভাসমান

মেঘবন্দী মন মানুষ অরণ্য সমুদ্র
পাহাড় এবং মরুভূমি!
সবাই ভাসমান!
প্রতিমুহূর্তে ভুলে থাকি এ শরীর
কি অদ্ভুত আমি?
আপন আলয় যেন অচেনা লোকালয়!
জীবনের
সাতসুর
সাত রঙ
সাত বোধ
সব যেন নানা স্বাদের নুন
কত বোধের-অশ্রু
কত বোধের-ঘাম
কত বোধের জলে
কত বোধের নুন!
হয়ে যায় মেঘবন্দী
ভাসমান সব
নুনের পাহাড়
রুক্ষ মরুর বাতাস আর
আর সব পারাবার
মেঘ
সব মেঘ হয়ে
সূর্য, চন্দ্রের
আর সব নক্ষত্রের আকাশে
আমার অরণ্য, আমার বসন্ত
আমার মরু, আমার পাহাড়

উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে চলে
তুমি আর আমি
হেঁটে যাই
আশা নিরাশা সুখ দু:খ
বিরহ মিলন বিচ্ছেদের
নোনাপথে
মেঘবন্দী
জীবনের
সাতসুর
সাত রঙ
সাত বোধ
নানা স্বাদের নুন
ভাসমান!

জন্মান্তর

কি করে জন্মান্তর হয়
আমিও জানতাম না!
যে নদী মরে যায়
কি করে গল্প বেঁচে থাকে
ঘাসের ডগায়
উষার শিশিরে।
কেউ জানেনা-
জানে শুধু ভোরের বকুল!
শোন তবে-
জানি আমি
কোন সুরে
বেজে ওঠে
ঘুণে-ধরা বাঁশি!
শোন তবে প্রিয়-
আমার জন্ম দেখিনি আমি
দেখেছি-
জন্মান্তর আমার-
মরা নদী
তারপরে ঘাস
তারপরে ফুল
তারপরে মৌমাছি
তারপরে সুর
তারপরে গান
তারপরে জেগে ওঠে
মৃত এক প্রাণ!

কখনো কখনো

কখনো কখনো একাকীত্বের নিশুতি রাতে,
কোত্থেকে পর্বত উড়ে এসে জুড়ে বসে বুকের উপর!
কখনো কখনো একাকীত্বের নিশুতি রাত,
উত্তাল সমুদ্র সাইক্লোন তুলে বয়ে যায় বুকের ভিতর!
কখনো কখনো একাকীত্বের নিশুতি রাত,
পুরো আকাশ আরো আরো চাঁদ আর নক্ষত্র নিয়ে
উদয় হয়ে থাকে!
কখনো কখনো আমার একাকীত্বের নিশুতি রাত,
মেঘ বৃষ্টি বজ্রে কি এক কর্দমাক্ত পুরোনো পৃথিবী হয়ে যায়-
যেখানে অরণ্য নেই-
ফুল নেই-
সুবাস নেই-
নদী নেই!
শুধু অগ্নিগর্ভা নামহীন পৃথিবী,
আর উল্কার বৃষ্টি,
আর আমি এক মোড়কবিহীন ধারাপাত,
উচ্চস্বরে পাঠ করি-আর মরুর বালির উপর,
আমার তর্জনী দিয়ে অংক কষি-
একা একা-
কখনো যোগ-
কখনো গুণ-
কখনো ভাগ-
কখনো বিয়োগ!

দেয়াল

১.
এই পৃথিবীতে-
আমরা সবাই ছিলাম নিষাদ!
মাথার উপরে আকাশ
চাঁদ-সূর্য, তারকারাজি!
আর মাটিতে-
সমুদ্র,
অরণ্য-ফুল-পাতা,
নদী পাহাড়,
মরু-
আর বরফের স্তুপ,
আর ছিল-
প্রাণীরা-
পাখীরা-
কীটপতঙ্গ-
আমরা সবাই ছিলাম প্রতিবেশী!
আমদের সবার-
মাত্র একটি আকাশ!
আমদের সবার,
মাত্র একটি চাঁদ!
আমদের সবার,
মাত্র একটি সূর্য!
আর-
সমুদ্র প্রবাহিত করে,
একটি বায়ুমন্ডল -
আমাদের সবার জন্য!

আমরা এক মায়ের সন্তান
এ পৃথিবীকে বলি-
জগৎ জননী!

২.
আমরা সবাই একসাথে,
জীবন নিয়ে হেঁটেছি,
লক্ষ লক্ষ বছর,
মাথার উপরে মাত্র একটি আকাশ,
একটি চাঁদ,
একটি সুর্য
একটি নিশ্বাস!
আমরা বর্ণ চিনেছি,
আমরা স্বর চিনেছি,
আমরা স্বাদ চিনেছি,
আমরা আলো চিনেছি,
আমরা অন্ধকার চিনেছি,
একসাথে-
আমরা সবাই এসাথে।

৩.
আমরা এখন দূর্গ তৈরি করতে শিখেছি!
দুর্গের নাম দিয়েছি
সভ্য মানুষ,
বন্যপ্রাণী,
জলজ প্রাণী!
আর সীমানা টেনে দিয়েছি-
অরণ্য,
সমুদ্র,
নদী
আরও কতকিছু!
যেমন-
জাতি,
দেশ,
গোষ্ঠী,
বর্ণ...
আমরা নানারকমের
দূর্গে বাস করি-
আর প্রতিদিন
সীমানা টানি
আর দূর্গপ্রাচীরের দেয়াল গাঁথি।
তবে-
মাথার উপরে মাত্র একটি আকাশ,
একটি চাঁদ,
একটি সুর্য
একটি নিশ্বাস!
আমরা সবাই প্রতিবেশী!

চাঁদনি রাতের কাফেলা

এসো আমরা একটি দল গঠন করি
নাম হবে চাঁদনী রাতের কাফেলা!
আমরা আমাদের চারপাশে যে সীমানা এঁকেছি
এবং আমরা নিজেদেরকে বন্দী করে রেখেছি-
প্রথম কাজ, সেই সীমানা মুছে ফেলা-
আমাদের অহঙ্কারের সীমানা,
আমাদের বর্ণবাদের সীমানা,
আমাদের ধর্মেরর সীমানা,
জাতি বোধের র সীমানা,
আমাদের অর্থনীতির সীমানা,
আমাদের শিক্ষার সীমানা,
আমরা অপ্রয়োজনীয় সীমানা তৈরি করেছি,
যা আমাদের বন্দী করে রেখেছে।

আমরা বেঁধে রেখেছি
আমাদের মন
আমাদের বিবেক
আমাদের চিন্তা
আমাদের চেতনা
আমরা এখন সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ!

এসো একটি দল সংগঠিত করি
নাম হবে চাঁদনি রাতের কাফেলা
মানব শান্তির কাফেলা-

আমরা সব অহংকারে সীমা অপসারণ করবো
আর আমি হাতে হাত মিলাবো
বুকে বুকে আলিঙ্গন
নাম হবে চাঁদনি রাতের কাফেলা
মানব শান্তির কাফেলা।

The name would be Moonlit Night Caravan
Caravan of human peace.